‘রাজা রামমোহন রায় ও বর্ধমানের রাজবংশ’

বেবি চক্রবর্তীঃ ১৭৭০ সালে যখন বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ‘তিলোকচন্দ’ পরলোক গমন করেছিলেন তখন ‘তেজচন্দের’ বয়স ছিল ছয় বছর। কাজেই ওই বিশাল ভূখণ্ডের মালিক তেজচন্দের জননী ‘মহারাণী বিষণকুমারী’ তাঁর অভিভাবিকারূপে তখন রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মহারাণী বিষণকুমারী খুবই বুদ্ধিমতী এবং বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করে নামে মাত্র মোঘল সম্রাট ‘শাহ আলম’ তখন ‘এলাহাবাদে’ বাস করছিলেন। আর তাঁর নামে তখন রাজ্য শাসন করছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যথাসময়ে নির্দিষ্ট নজরানা দিয়ে বাদশাহের প্রদত্ত ‘রাজাধিরাজ’ ও অন্যান্য অনুগ্রহে বিষণকুমারী তাঁর একমাত্র পুত্রকে বংশের খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। সেই সময় ‘লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস’ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর হয়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বর্ধমানরাজের সম্পদ দেখে ও ততোধিক বিপুল সম্পদের কথা শুনে সেই নাবালকের সব সম্পদ গ্রাসের জন্য নিজের লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী মহারাণীর অনুরোধে ‘মহারাজ নন্দকুমারের’ পরামর্শে শেষ পর্যন্ত হেস্টিংস সেই কুকর্মে সফল হতে পারেন নি।১৭৭৯ সালে তেজচন্দ মহারাণীর কাছ থেকে রাজ্যের শাসনকার্যভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শৈশব থেকেই কুসংসর্গে থাকার জন্য তিনি ক্ষমতা হাতে পেয়েই অযথা অনেক অর্থ ব্যয় করতে শুরু করেছিলেন। ওই বদ অভ্যাসের জন্য শেষে তিনি কোম্পানির প্রাপ্য খাজনা দিতে পারছিলেন না। ওদিকে কোম্পানির বোর্ড বাকি খাজনার জন্য তাঁকে বারবার তাগাদা দিয়ে চলেছিল। কিন্তু তাতেও কোন ফল না হওয়ায় কোম্পানি শেষে বর্ধমানরাজের কিছু সম্পত্তি নীলাম করে নিজেদের খাজনা আদায় করতে বাধ্য হয়েছিল। তেজচন্দ কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করতেন না, সেই কারণে সকলেই তাঁর প্রতি বিরক্ত ছিলেন। সেই সময়ে মহারাণী বিষণকুমারী, রাজভাণ্ডার থেকে তাঁর জন্য যে মাসিক তনখার ব্যবস্থা ছিল, সেটাও ঠিক সময়ে পেতেন না। এই কারণে মা ও পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। এমন কি নিজের তনখার জন্য মহারাণীকে মাঝে মাঝে গভর্নরের কাছেও আবেদন করতে হত!১৭৯৪ সালে বাকি খাজনার দায়ে বর্ধমান রাজ্য নীলামে উঠেছিল এবং মহারাণী বিষণকুমারী নীলামে বর্ধমান রাজ্যের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোম্পানিরও সম্মতি ছিল। কারণ, বিষণকুমারীর কর্মকুশলতায় তাদেরও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তেজচন্দ ততদিনে আরও উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি রাজকর্মচারীদের কার্যে সর্বদা নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। শেষে তাঁর ওই স্বেচ্ছাচারীতার জন্য মহারাণীকে বাধ্য হয়ে তেজচন্দকে বর্ধমানের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য কোম্পানিকে অনুরোধ করতে হয়েছিল। সেই মত কোম্পানির আদেশে তেজচন্দকে কিছুদিন বর্ধমানের বাইরে থাকতে হয়েছিল। এইসব কারণে মায়ের সঙ্গে পুত্রের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তেজচন্দ নিজের গর্ভধারিনী মাকে বিপদে ফেলবার জন্য নানাবিধ অপকর্মের সাহায্য নিয়েছিলেন। ওই সময়ে মহারাণীকে পরামর্শ দেবার এবং মহারাণীর বিষয়কর্মে সহায়তা করবার জন্য একজন অভিজ্ঞ বিশ্বস্ত মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বঙ্গদেশ বিভিন্ন ভূমিতে বিভক্ত ছিল। বর্ধমান ছিল তেমনি একটা ভূমি। ‘জাহানাবাদ’ (বর্তমান ‘আরামবাগ’) তখন ছিল বর্ধমান ভূমির অন্তর্গত। ওই সাবেক জাহানাবাদের মধ্যেই ছিল ‘খানাকুল রাধানগর’ গ্রাম।বর্ধমান রাজবংশের পূর্বপুরুষরা যখন ‘রাজা’ উপাধি পাননি, ‘জমিদার’ ও ‘চৌধুরী’ বলে যখন তাঁদের পরিচয় ছিল, সেই সময়ে ওই বংশের ‘কৃষ্ণরাম রায়’কে ‘শোভা সিং’ নিহত করেছিলেন। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র ‘জগৎরাম রায়’ বর্ধমান থেকে পালিয়ে গিয়ে ঢাকা শহরে থাকা দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধির শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরেই মোঘল সম্রাট ‘ঔরঙ্গজেব’ শাহাজাদা ‘আজিম উস-সান’-কে বঙ্গদেশের সুবেদার করে পাঠিয়েছিলেন। আজিম উস-সানের সাহায্যে জগৎরাম রায়ের জমিদারী পুনরুদ্ধার হয়েছিল। সেই জমিদারী রক্ষার কার্যে ও জগৎরাম রায়কে সাহায্য করবার জন্য ‘কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়’কে মুর্শিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করবার জন্য ‘রায়’ উপাধি লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নবাব সরকারের জন্য জাহানাবাদ অঞ্চলের খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ওই স্থানে বসবাসকালীন সময়ে তিনি জাহানাবাদের অন্তর্গত ‘খানাকুল’, ‘রাধানগর’ প্রভৃতি কয়েকটি মৌজাকে বর্ধমানের জমিদারের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিলেন। ক্রমে, তিনি স্থায়ীভাবে খানাকুল রাধানগরে বসবাস করতে শুরু করেছিলেন। তবে কারও কারও মতে অখণ্ড কয়েকটি মৌজা ইজারা নিলেও তখন তিনি স্থায়ীভাবে খানাকুলে বসবাস শুরু করেননি, কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ‘রামকান্ত রায়’ মুর্শিদাবাদ থেকে এসে খানাকুলে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং রামকান্ত আরও অনেক জমিদারী ইজারা নিয়েছিলেন। যাই হোক, জগৎরাম রায়কে কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর জমিদারীতে খাজনা আদায় ও পরিচালনার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার পরে আরও কয়েক পুরুষ অতীত হয়ে গিয়েছিল। ‘চৌধুরী’রা ‘রাজা’ থেকে ‘মহারাজাধিরাজ’ হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরেরাও আরও বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে বর্ধমান রাজারই অধীনে ছোটখাটো জমিদার হয়েছিলেন। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রামকান্ত রায় মহারাণী বিষণকুমারীকে বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তদানীন্তন কোম্পানির এজেন্টরা সেই ব্যবস্থা করেছিল। রামকান্ত রায় ছিলেন রাজা রামমোহনের পিতা। তিনি কাজে যোগ দেবার পরে নিজের খুশীমত কর চাপাতে না পেরে মহারাজ তেজচন্দ নিজের মায়ের প্রতি বিরক্ত তো হয়েছিলেনই, তবে তিনি সবচেয়ে বেশী বিরক্ত হয়েছিলেন রামকান্তের উপরে। তেজচন্দ নিজের মায়ের উপরে এতটাই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি বিষণকুমারীর মাসিক তনখা যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজে রাজার কার্যভার গ্রহণ করে বিষণকুমারীকে বিপদেও ফেলেছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রামকান্তের চেষ্টাতেই কোম্পানির কাছে আনাগোনা করে বিষণকুমারী জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রাপ্য তনখা লাভ করেছিলেন।বিষণকুমারীর মৃত্যুর পরে রামকান্তর সঙ্গে আর বর্ধমান রাজবংশের কোন সম্পর্ক থাকে নি। কিন্তু তেজচন্দের বা তাঁর পরামর্শদাতাদের আক্রোশ রামকান্তের উপরে থেকে গিয়েছিল এবং তাঁরা রামকান্তকে বিপদে ফেলার সুযোগ সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। অবশেষে তাঁদের সেই সুযোগ এসেছিল। তখন অধীনস্থ জমিদাররা নির্ধারিত সময়ে খাজনা দিতে না পারলে বর্ধমানের রাজা তাঁদের হাজতবাস করাতে পারতেন। ১৮০১ সালে বর্ধমানের রাজার কাছে রামকান্ত রায়ের বেশ কিছু খাজনার টাকা বাকি পড়ে গিয়েছিল। তেজচন্দ সেই সুযোগ নিয়ে রামকান্ত রায়কে ‘হুগলী’র গারদে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অনাদায়ী খাজনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০ হাজার টাকা। এর আগে আরেকবার কোম্পানির দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত কয়েকমাসের জন্য জেল খেটে এসেছিলেন। তখন বর্ধমান শহরেই রামকান্ত পাকাপাকিভাবে বাস করেতেন। সেই শহরেই তিনি তাঁর বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি সবকিছু করেছিলেন।রামমোহন তখন কলকাতায় একজন বিত্তশালী ব্যক্তিরূপে নাম করেছিলেন। কোম্পানির কাছেও ‘দেওয়ান’ বলে তাঁর বেশ পরিচিতি হয়েছিল। কিন্তু পিতা পুত্রে মধ্যে কোন সদ্ভাব না থাকার জন্য রামকান্ত রামমোহনের কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নি। আর রামমোহনও তাঁর পিতাকে সাহায্য করবার জন্য কোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। ফলে দেনার দায়ে রামকান্তকে পুনরায় জেল খাটতে হয়েছিল। শেষে রামকান্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘জগমোহন’ পিতার হয়ে ‘মেদিনীপুর জেলে’ কারাবাস গ্রহণ করেছিলেন। সেই অবস্থাতে মুক্তি পেয়ে রামকান্ত আচমকাই বর্ধমান শহরে দেহত্যাগ করেছিলেন। রামমোহন তাঁর পিতার মৃত্যুর খবর শুনে বর্ধমানে এসেছিলেন, কিন্তু ‘বিধর্মী’ বলে তাঁকে পিতৃশ্রাদ্ধে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। এটা ছিল বর্ধমানরাজের সঙ্গে রামমোহনের বংশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। এরপরে পুরাতন শত্রুতার জের টেনে তেজচন্দ রামকান্তের বাকি খাজনার দায়ে রামমোহনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন পিতার ‘ত্যজ্যপুত্র’ হবার জন্য পিতার কোন সম্পর্কের ও সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং তাঁর পিতার কোন দেনার জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন না। কাজেই তেজচন্দ রামমোহনের বিরুদ্ধে কিছু করতে সক্ষম হননি। রামকান্তের মৃত্যুর পরে রামমোহনও স্থায়ীভাবে কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন এবং কলকাতা তথা বঙ্গদেশের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও ঐশ্বর্যে একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিরূপে গণ্য হয়েছিলেন। তেজচন্দের একমাত্র পুত্র ‘প্রতাপচন্দের’ দ্বারা পুরনো দিনের সব তিক্ত স্মৃতি মুছে ফেলে রামমোহনের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের সখ্যতা হয়েছিল। কারণ ‘প্রতাপচন্দ’ তখন প্রায়ই কলকাতা যাতায়াত করতেন। বিশেষতঃ, কলকাতায় তাঁর বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে ভোজের আয়োজনে যোগদান করবার জন্য তাঁকে আসতে হত।

এমন কি রামমোহনের বাড়িতেও প্রতাপচন্দের বিভিন্ন সময়ে যাতায়াত ছিল। সেই অবসরেই প্রতাপচন্দের সঙ্গে ‘মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের’ সখ্যতা হয়েছিল। ‘জাল প্রতাপচন্দ মামলা’র সময়ে ডেভিড হেয়ার আসল প্রতাপচন্দের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সেই কথার উল্লেখ করেছিলেন।প্রতাপচন্দের মৃত্যুর পরে তেজচন্দের শ্যালক ‘পরাণচন্দ’, প্রতাপচন্দের দুই মহিষীকে নানাভাবে বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি তাঁদের তনখা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে তেজচন্দকে রামমোহনের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রামমোহন ও তেজচন্দকে যুক্তভাবে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। ১৮৩২ সালে তেজচন্দের মৃত্যু হয়েছিল। ‘ব্রিস্টলে’ রামমোহনের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৩৩ সালে। নিঃসন্তান তেজচন্দ তাঁর মৃত্যুর আগে ‘মহাতাবচন্দ’কে নিজের পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। মহাতাবচন্দ যখন বর্ধমানের রাজা ছিলেন, সেই সময়, রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র ‘রামপ্রসাদ রায়’ বর্ধমানের ‘ডেপুটি কালেক্টর’ হয়ে এসেছিলেন। পরাণচন্দ তখন পরলোকে। কাজেই আগেকার সূত্র ধরে রামমোহনের বংশধর ও বর্ধমান রাজের বংশধরের মধ্যে বিদ্বেষ জাগাবার জন্য আর কেউ ছিলেন না। রামপ্রসাদের সঙ্গে নানাভাবে মহাতাবচন্দের বন্ধুত্ব হয়েছিল এবং তাঁদের সেই বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় হয়েছিল যে মহাতাবচন্দ ‘ব্রাহ্মধর্মের’ প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের সখ্যতা এতটাই দৃঢ় ছিল যে, মহাতাবচন্দ ‘রামপ্রসাদ’ ও ‘মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের’ তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়ে নিজের প্রাসাদে সংরক্ষণ করেছিলেন। আজও সেই তৈলচিত্রটি রামপ্রসাদের একমাত্র ইতিহাস স্বীকৃত প্রতিকৃতি।বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে রামমোহনের বংশের বন্ধুত্ব এবং বিরোধ ওই পর্বেই শেষ হয়েছিল। বর্ধমান রাজবংশ প্রয়োজনে নানাভাবে রামমোহন ও তাঁর পূর্বপুরুষের সাহায্য পেয়েছিল আবার সেই বর্ধমান রাজবংশই তাঁদের বিরোধিতার জন্য, তাঁদের যথাসাধ্য বিপদগ্রস্ত করবার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, রামমোহন এবং তাঁর পিতৃপুরুষেরা বা অধস্তন পুরুষেরা সকল সময়েই বর্ধমান রাজবংশের মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করে গিয়েছিলেন এবং রাজবংশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজবংশেরই এক পক্ষকে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ে সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য যাঁর শেষ ভাল তাঁর সবই ভাল। সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে রামমোহনের পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বর্ধমান রাজবংশের মঙ্গলের জন্য তৎকালীন বাদশাহ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রামমোহনের পুত্রের সঙ্গে মহতাবচন্দের সখ্যতায় তা সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রায় দুশো বছর ধরে এই দুই বংশের সম্পর্ক সত্যিই ঐতিহাসিক ছিল এবং বর্ধমানের ইতিহাসের পক্ষেও তা উল্লেখযোগ্য।

হে ভারত তুমি স্বর্গ তুমি মাতা স্বয়ং অর্ঘ্য নিবেদিতা

বেবি চক্রবর্তীঃ ফুল হয়ে তিনি ভারতমাতার চরণে তিলে তিলে শুকিয়ে যাবেন। ধূপ হয়ে পলে পলে নিজেকে জ্বালিয়ে করবেন তাঁর আরতি। দীপ হয়ে দিনে দিনে নিঃশেষ করে দেবেন নিজের অস্তিত্বকে। ......তিনি নিবেদিতা। নিবেদিতা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন। অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন। নিবেদিতার মনে পড়ল তাঁর জন্মভূমি আয়ার্ল্যান্ডকে । সে দেশ ও এমনি পরাধীন, এমনি উৎপীড়িত। নির্যাতিতের তো কোনও জাতি নেই। তার একটাই পরিচয় -সে দুঃখী, সে হতভাগ্য। আর এই হতভাগ্যের দুঃখ দূর করাই তো তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন। এটাই নিবেদিতার ভারতপ্রীতির মর্মকথা। তিনি নিজেকে আত্মহুতি দেন নবীন ভারতের হোমাগ্নিশিখায়।ক্ষ্মএ জগত অমৃতময় আর আমরা অমৃতের অধিকারী। অমৃতলাভের আহ্বান চিরদিন নারীর অন্তর স্পর্শ করেছে। অধীর আবেগে সর্বস্ব ত্যাগ করে সে জীবন উৎসর্গ করেছে এই মহান ব্রতে। বিবেকানন্দের কণ্ঠে একসময় ধ্বনিত হয়েছিল-নারী অনন্ত শক্তির আধার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হলে কখনও সম্ভব নয়। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার কখনও হবে না। ভারতে সেই মহাশক্তি জাগ্রত করে তুলবার প্রয়োজনেই নিবেদিতার আবির্ভাব। বৈদিক যুগের ব্রহ্মবাদিনীর প্রতিচ্ছবি তিনি। ভগিনী নিবেদিতার জীবনকাহিনী যিনি সম্পূর্ণ জানবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি স্বামীজি, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব ও পরবর্তী জীবন তুলনা করলেই বুঝতে পারবেন -তাঁর কেবল ওই মহাপুরুষ সংশ্রবটাই যেন বাকি ছিল। যখন তা ঘটল অমনি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের খোলসটি বিদীর্ণ করে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পেল। সেই লগ্নে সেই অনির্বচনীয় আনন্দের প্লাবন বেগ তাকে কী রকম বিহ্বল করেছিল তা তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করে গেছেন।যে মুহূর্তে সর্বত্যাগ - সেই মুহূর্তে সর্বপ্রাপ্তি।গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর কানে উচ্চারণ করেছিলেন আত্মনঃ মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় এখন থেকে তিনি এই মন্ত্রের সাধিকা। এই মন্ত্রের গুণেই আইরিশ-দুহিতা মার্গারেট হলেন ভারত-দুহিতা নিবেদিতা।ভারতীয় নারীর আদর্শ এই বিদেশিনি নারীর চরিত্রে পূর্ণ বিকাশ লাভ করল কেমন করে ? এই দেশ,এই জাতি ও এই সমাজে নিজেকে এমন করে বিকিয়ে দেওয়া তো কেবল ইচ্ছা ও সংকল্পমাত্রেই সম্পন্ন হতে পারে না। বাঙালি হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করেনি। তিনি তার উঠানের একপাশে একটা স্থান করে নিয়েছিলেন। সেজন্য নিজেকে কিছুমাত্র পর বা পৃথক মনে করতেন না। সমাজ তাঁকে গ্রহণ না করলেও নিবেদিতা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন। নিবেদিতার বয়স তখন উনত্রিশ বৎসর।সেই প্রাপ্তির অফুরন্ত ভান্ডার থেকে ভগিনীর সেই অফুরন্ত দান। তেমন করে না পেলে এমন করে দান করতে কেউ পারে না।তাঁর অন্তরে সত্য ছিল। ছিল অসামান্য ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি। নিঃসন্দেহে তা বিবেকানন্দকে বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল।ভগিনী নিবেদিতা নিজেই বলেছেন, ইনি যে বীরোচিত উপাদানে গঠিত ছিলেন, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং তাঁর স্বজাতি প্রেমের কাছে আমি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করতে ইচ্ছুক হয়েছিলাম। কিন্তু এই যে আমার আনুগত্য স্বীকার এ শুধু তাঁর চরিত্রের কাছেই , তাঁর চরিত্র -মাহাত্ম্যে অতীব মুগ্ধ হয়েই আমি তাঁর শিষ্য হয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের সেই প্রজ্বলন্ত রূপ তেজস্বিনী নিবেদিতাকে আকর্ষণ করেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের ছিল দুর্ধর্ষ বীর বৈদান্তিকের প্রেম, যা পর্বতের মতো অটল, মা পাষাণের মতো কঠিন। সেই পুরুষের অন্তরে যে প্রেমের সুধানিঃসরণ নত্য প্রবাহিত ছিল তা সকলের কাছে বোধগম্য ছিল না। - মুকুল যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হয়েছিল। একদিকে জ্ঞানসূর্য নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পরশে হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ আর মার্গারেটকেও ঠিক বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তেজস্বিনী কল্যাণরূপে নিবেদিতা নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করলেন মাতৃস্বরূপে এই ভারতবর্ষে। ভারতের নারীসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করতে অগ্রসর হলেন।নিজের আদর্শকে সার্থক করে তুলবার জন্য সকলের মাঝখানে থেকে যুগচক্র ঘোরাতে হয়েছিল এঁদের দুজনকেই। এটাই ছিল ইতিহাস বিধাতার নেপথ্যবিধান। স্বামীজি বলতেন ---- ব্রহ্মচর্য শিরায় শিরায় জলন্ত আগুনের মতো প্রবাহিত থাকা চাই। এই অনন্তের মধ্যে সান্তের বিলাপসাধন তাঁর কাছে সমস্ত মহৎ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হত। গোঁড়ামি দ্বারা বিভীষিকা রাজত্ব তৈরি করা যায়। প্রশংসা পাওয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে বিকশিত হওয়া যায় না।তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন।

শিলিগুড়িতে শুরু হল শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

কুশল দাসগুপ্তঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের যৌথ উদ্যোগে দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত শিলিগুড়ি শিশু চলচ্চিত্র উৎসব - ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করলেন মেয়র গৌতম দেব।

তিনি জানালেন শিলিগুড়িতে বহুদিন পর বাচ্চাদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে। এটা ওদের কাছে প্রচন্ড আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে আশা করি।

দীনবন্ধু মঞ্চে এই চলচ্চিত্র উৎসব আগের থেকে বিখ্যাত হয়ে আছে। বহু স্মরণীয় ছবি এবং বহু শিশুদের জন্য তৈরি ছবি এখানে দেখানো হয়েছে। সবাই যদি আগ্রহী হয় আগামী দিনে আরো বড় বড় ছবি এখানে প্রদর্শিত করা হবে।

Tender Notice

Rajarhat Bishnupur II Gram Panchayat under Rajarhat Block invites 1 no. tender dated 13.06.2025. last date of bid submission 20.06.2025. Opening date 23.06.2025.
Tender id:- 2025_ZPHD_863911_1.
All details are given in http/wbtenders.gov.in and follow the Gram Panchayat notice board.

Sd/-
Pradhan
RB-II Gram Panchayat
North 24 Parganas

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **“Different types of electrical works in different wards (29, 31 etc.) under Bidhannagar Municipal Corporation”** is being invited by EE,(E&M)Deptt. BMC vide NIT No. **10/PHE(E&M)/BMC Dated: 14-06-2025** Tender ID: **2025_MAD_864366_1 & 2** details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission (online): **10/07/2025 up to 15:00 Hrs.**

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

CHANGE OF NAME

I, AYESA KHATUN BIBI (old name) W/O- REJAUL ISLAM , residing at VILL-DUBAPARA, PO-KAZIPARA, PS- RANINAGAR, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742306, West Bengal, I have changed my name from AYESA KHATUN BIBI (OLD NAME) TO MST AYESA KHATUN (NEW NAME) and henceforth I shall be known as MST AYESA KHATUN (new name) & AYESA KHATUN BIBI (old name) in all purpose,vide affidavit sworn before the Notary Public at Domkal Court dated on 14/06/2025.MST AYESA KHATUN (NEW NAME) and AYESA KHATUN BIBI (OLD NAME) both name are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Minumamataj Begam পিতা-Sekh Mujibar Rahaman স্বামী Shaikh Safiul Islam ঠিকানা সাং বহিচবেড়িয়া, পো: বহিচবেড়িয়া, থানা নন্দকুমার, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, আমার নাম পাসপোর্টে রয়েছে Minu Mumtaz Begam. আমার স্বামীর নাম আধার কার্ড ও ভোটের কার্ডে রয়েছে Sk Safiul Islam in my Aadhar Card and Voter ID Card. আমার পিতার নাম আমার পাসপোর্টে রয়েছে Sekh Muzibar Rahaman. আমার নাম Minu Mumtaz Begam & Minumamataj Begam এবং আমার স্বামীর নাম Shaikh Safiul Islam & Sk Safiul Islam এবং আমার পিতার নাম Sekh Mujibar Rahaman & Sekh Muzibar Rahaman is the one and identical person ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তমলুক কোর্টে পূর্ব মেদিনীপুর এফিডেভিট নং 6345 তারিখ-06/06/2025.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছি যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী পিয়াঙ্কা গিরি**, পিতা-রতনকুমার গিরি, ৪৩২৫/২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূল্যে যাহার জে. এল. নং-৩২, মৌজা-খানবেড়িয়া, এল. আর. দাগ নং-১৫৪৭, এল. আর. খতিয়ান নং-৯০, জমির পরিমাণ কমবেশী ০৩(তিন) কাঠা বাস্তু জমি খরিদ করেন। যাহা উহারা ১) সেখ গুলসন বিবি, ২) সেখ মন্নুফ, ৩) সেখ মানাসপ, এই সকলের পক্ষে ডি. এস. আর. -৪, আলিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভলুম নং-১৬০৪-২০২২, পাতা-৪১৯৮৩৬ থেকে ৪১৯৮৫৩, ১৪৩০১ নং পাওয়ার দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার আনোয়ার হোসেন সাঁফুই, পিতা-আবু হোসেন সাঁফুই, এর নিকট হইতে খরিদ করেন এবং ১) মাহিলা বিবি, ২) সেখ সেকেন্দার, ৩) রাজাতন মল্লিক, ৪) সাহাজাদি বিবি, ৫) সহিদা বিবি, ৬) জুলেখা বিবি, ৭) জাসমিনা খাতুন, ৮) জাহাঙ্গির সেখের পক্ষে ডি. এস. আর. - ৪, আলিপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভলুম নং-১৬০৪-২০২৪, পাতা-২৬২৯২ থেকে ২৬৩২০, ৮২২ নং পাওয়ার দলিল মূলে নিযুক্ত আমমোক্তা আনোয়ার হোসেন সাঁফুই, পিতা-আবু হোসেন সাঁফুই, এর নিকট হইতে খরিদ করেন। এই বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে ঠাকুরকুপুকর মহেশতলা ব্লকে বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Sd/-
Santanu Sanyal, Advocate
Alipore Police Court
Regd. No.WB/143/1986

Notice Inviting e-Tender

Application are bonafied Contractors/Agencies vide NIeT-224 & 225/NIeT/NGP/15th FC/25 date- 12.06.2025 for Implementation of the work under 15th FC at Naskarpur GP.
Any other information in details may be had from the website http://wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
Naskarpur G.P

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

শিলিগুড়ি জোনাল অফিস, জেনারেল অপারেশন ডিপার্টমেন্ট
গোয়েল ম্যানশন, প্রণামী মন্দির রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
যোগাযোগের নম্বর , ৮৩৪৮২৬৬৬০০, ইমেল- Siliguri.GOD@bankofindia.co.in

বিক্রেতা নিয়োগের জন্য টেন্ডার

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি জোনাল অফিস আমাদের শিলিগুড়ি স্টেশনারি সেলের জন্য (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিক্রেতার জন্য প্রযোজ্য) বিক্রেতা তালিকাভুক্তি (তিন বছরের জন্য) এবং নন-সিকিউরিটি স্টেশনারি আইটেম মুদ্রণ এবং সরবরাহের জন্য (এক বছরের জন্য) দরপত্র আহ্বান করছে। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে “টেন্ডার” ট্যাবের অধীনে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.bankofindia.co.in দেখুন অথবা উপরের ঠিকানায় আমাদের জোনাল অফিসে যান।

দুটি দরপত্রে সিল করা খামে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **৩০.০৬.২০২৫ বা তার আগে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত**। কোনও কারণ না দেখিয়ে ব্যাঙ্ক যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

জোনাল ম্যানেজার,
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া শিলিগুড়ি জোন

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
ডানকুনি শাখা
বসাক ভবন,টি.এন. মুখার্জি রোড, ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২৩১১
জোনাল অফিস: হাওড়া
“ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং”৫, বি.টি.এম. সরণি (পঞ্চম তল), কলকাতা- ৭০০ ০০১

Ref.No. তারিখ : ১১.০৬.২০২৫

প্রতি
শ্রী ভরত সিং
প্রযত্নে শিবনন্দন সিং সি- ১/১০৭ সিটি সেন্টারের নিকটে ২ অ্যাকশন এরিয়া ২ ডি উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৬১
মহাশয়/ মহাশয়া,

দি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্সট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩ (২) ধারার অধীনে বিজ্ঞপ্তি

১) আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ডানকুনি শাখার** তরফ থেকে বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যার সমষ্টি **৮৯.২৯,৬৩২.৫২/- টাকা** আমাদের দেওয়া ঋণ সুবিধার বিস্তারিত বিষয় এবং বকেয়ার সুবিধার বিস্তারিত বিষয় এবং বকেয়ার বিজ্ঞপ্তি তারিখ নিম্নে উল্লেখিত হল :বিজ্ঞপ্তি তারিখ নিম্নে উল্লেখিত হল :

	সুবিধার ধরন	অনুমোদন সীমা(টাকায়)	বকেয়া অর্থ (টাকায়)
(ক)	টার্মলোন (এসআরটিও) অ্যাকাউন্ট নং ৪২৯৯৭২৩১০০০০১১৬	১,০০,০০,০০০.০০/- টাকা	৮৯.২৯,৬৩২.৫২/- টাকা (চুক্তির হারে বকেয়া ১০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত) এর সঙ্গে ভবিষ্যতের সুদ, @ ৮.৩৫ হারে বার্ষিক হারে ১১.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে মাসিক হারে প্যানেল সুদ @২.০০ শতাংশ হারের ওপরে ।
	মোট	টাকা ১,০০,০০,০০০.০০/-	৮৯.২৯,৬৩২.৫২/-

[** বকেয়া পরিমাণের মধ্যে **১০.০৬.২০২৫ থেকে ১১.০৬.২০২৫** পর্যন্ত প্রযোজ্য হারে **৪১৪৯.৫২/-** টাকা অবৈতনিক সুদ অন্তর্ভুক্ত।]
২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ঋণ সুবিধা নিম্নলিখিত সম্পদ/সিকিউরিটি দ্বারা সুরক্ষিত। ব্যাংকের কাছে চার্জ করা সম্পত্তি/সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য:

নিরাপত্তার প্রকৃতি

প্রাথমিক নিরাপত্তা:
১. বাণিজ্যিক যানবাহনের মালিকের নাম: ভরত সিং
নিবন্ধন নম্বর: JH10CW1412
তৈরি ও মডেল: TATA MOTORS LTD & TATA SIGNA5530.S BSVI 4*2
চ্যাসিস নম্বর ঃ MAT828048RAD05926
ইঞ্জিন নং 42D95463358
২. বাণিজ্যিক যানবাহনের মালিকের নাম: ভরত সিং
নিবন্ধন নম্বর: JH10CW5967
তৈরি ও মডেল: TATA MOTORS LTD & TATA SIGNA 5530.S BSVI 4*2
চ্যাসিস নম্বর : MAT828048RAD06096
ইঞ্জিন নং : 42D95463352
কোন তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি নেই।

৩ যেহেতু আপনি উল্লিখিত ক্রেডিট সুবিধা আইইএসএর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে আপনার বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জারি করা নির্দেশাবলী/ নির্দেশিকাবলী অনুসারে **১০.০৬.২০২৫** থেকে আপনার অ্যাকাউন্টটিকে **নন- পারফর্মিং অ্যাসেট** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছি এবং আপনাকে **১০.০৬.২০২৫** তারিখ পর্যন্ত **টাকা** ৮৯,২৯,৬৩২.৫২/- চুক্তিভিত্তিক পাওনা ব্যাংকে পরিশোধ করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যার উপর মাসিক অবশিষ্টাংশের সাথে যথাক্রমে **৮.৩৫ শতাংশ** সুদ এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয়, যতক্ষণ না আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আমরা উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩ এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেব।
৫. আপনাকে ব্যাঙ্কের সমস্ত বকেয়া কার্যকরী সুদ, সমস্ত খরচ চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে দায় মুক্ত হতে হবে উপরে বর্ণিত আইনের ১৩ (২) ধারা অনুসারে সারফেসি আইন মোতাবেক, উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বকেয়া তারিখ পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি ও বেসরকারি ভাবে কোনওরকম লিজ অথবা বিক্রয় থেকে বিরত থাকবেন।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের কর্তৃক কৃত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে এবং ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসেবে ব্যাঙ্কের নিকট আপনার অন্য যেকোনো পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল / আদালতের সামনে অগ্রসর হওয়ার আমাদের অধিখার সংরক্ষণ করি যাবে আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ সহ বকেয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা যায়।
৮. উপরিউক্ত আইনের উপধারা (১৩) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যা হস্তান্তর করা হবে ঋণের বিষয়ে উক্ত বিক্রয় লিজ লাইসেন্স ও দান অথবা বন্ধক থেকে আপনি বিরত থাকবেন।
৯. ব্যাঙ্কের নিম্ন স্বাক্ষরকারী আধিকারিক এই বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন তার উপরে থাকা আইনের ক্ষমতাবলে আইনের ১৩ ধারা অনুসারে।
১০. ব্যাঙ্কের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের তরফ থেকে সম্পূর্ণ অধিকারিক উপলব্ধ করা হয়েছে বিষয়টি প্রতিকারের জন্য।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্থান : ডানকুনি **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক ,**
তারিখ : ১১.০৬.২০২৫ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া জোন**

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ইন্ডিয়ান রেয়ন কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট-৩৬২২৬৬
বাণিজ্যিক অফিস ঃ ১৩ তম তল, আর টেক পার্ক, নির্লন কমপ্লেক্স, হাব মলের নিকট, গোরেগাঁও (পূর্ব) মুম্বই-৪০০ ০৬৩, মহারাষ্ট্র

ই-নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

১৫ দিনের স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ৯(১) অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর অধীনে।

আদিত্য বিড়লা ফিন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণের কারণে, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল-আহমেদাবাদ কর্তৃক গৃহীত আদেশে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আদিত্য বিড়লা ফিন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সারফেসি পদক্ষেপগুলি একীভূত কোম্পানি আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডে স্থানান্তরিত হয়েছে।

তদনুসারে, **আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড** / সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ সারফেসি ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, সুরক্ষিত পাওনাদারের সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য, নীচে উল্লিখিত বকেয়া এবং নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ এবং খরচ সহ নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল গ্রহণ করেছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তির ই-নিলাম **‘যেমন আছে যেখানে আছে’, ‘যা আছে যেমন আছে’** এবং **‘যা আছে সেখানে’** ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়:০২.০৭.২০২৫, সকাল ১১.০০ থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত
কেওয়াইসি এবং বায়নাকৃত জমা অর্থ (ইএমডি) জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ০১.০৭.২০২৫

ক্রম নং	দেনাদারগণ এবং সহদেনাদারগণের নাম	সম্পত্তির বিবরণ /সুরক্ষিত সম্পদ এবং দখলের ধরণ	সংরক্ষিত মূল্য(টাকায়)	বায়নাকৃত জমা অর্থ (ইএমডি) (টাকায়) /বর্ধিত মূল্য (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং মোট অর্থাঙ্ক(টাকায়)
১	**১. শ্রী সনৎ পাল**, পিতা- সুরেন পাল, **২. মেসার্স অরিন্দম স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস** এর স্বত্বাধিকারী শ্রী সনৎ পালের মাধ্যমে, **৩. শ্রীমতি রত্না পাল**,স্বামী- সনৎ পাল, **লোন অ্যাকাউন্ট নং : ABFLK0LDSB0000123893**	জমির পরিমাপ প্রায় ২কাঠা ৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট এবং পরিকাঠামোর পরিমাপ প্রায় ৭২৯ বর্গফুট সামনের অংশের সাবেক দাগ নং ১২৭৬ সংশ্লিষ্ট হাল দাগ নং ১৩৬৭ সংশ্লিষ্ট এলআর দাগ নং- ১৪৪০ এর সাথে সম্পর্কিত যা ল্যান্ডমার্কের সাথে সম্পর্কিত সাবেক খতিয়ান নং ১০৮-এর অধীনে দাগ নং হাল খতিয়ান নং ৩১১-এর সাথে সম্পর্কিত যা ল্যান্ডমার্কের সাথে সম্পর্কিত ৬৮৩, জে.এল নং ২৪ রে সা নং ১০৩, তৌজি নং ২৫০, মৌজায় চম্পাহাটি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- বারুইপুরের অধীনে ২৪টি চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে **উত্তরে:** রবীন মজুমদারের বাড়ি, **পূর্বে:** খালি জমি শ্রী মণ্ডলের, **দক্ষিণে:** পুকুর, **পশ্চিমে:** ৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।	৯,৮৮,০০০/- টাকা (নয় লক্ষ অষ্টআশি হাজার টাকা মাত্র)	**৯৮,৮০০/- টাকা** (আটানব্বই হাজার আট শত টাকা মাত্র) **২৫,০০০/-** টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	**২২.০৫.২০২৩ এবং টাকা ২০,০৫,০৬৬.৮৬** টাকা (কুড়ি লক্ষ পাঁচ হাজার ছেষট্টি টাকা এবং ছিয়াশি পয়সা মাত্র) **১৬.০৫.২০২৩** তারিখ পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড / সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **https://abfl.adityabirlacapital. প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspxorhttps-://BidDeal.in**
যোগাযোগ নম্বর: আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড, অনুমোদিত কর্মকর্তা - ১) শ্রী অপূর্ব থমাস দান্থী - **apoorva.danthi@adityabirlacapital.com** মোবাইল নং ৯৯৩০৯০৯৭২৫ আপনি নিকটতম শাখায় যেতে পারেন অথবা আদিত্য বিড়লা ফিন্যান্স লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ২) শ্রী জহিরুল লস্কর: (**Jahirul.Laskar@adityabirlacapital.com**) মোবাইল নং +৯১ ৯৭০৬০ ০৩০৭৫, ৩) পানীত সিং: (**parneet.singh@adityabirlacapital.com**) মোবাইল নং +৯১ ৯৭২০০ ২৯৩৩৭, ৪) শিব কুমার পিএসআর রাও: **psr.rao@adityabirlacapital.com** - মোবাইল নং ৯০৮৮০ ০৮৮৫৫।

স্বা/-
স্থান : দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত আধিকারিক,
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৫ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড